চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল নং- ০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

০৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রি.

জামায়াত-বিএনপি'র সন্ত্রাস বিরোধী প্রতিবাদ সমাবেশে মেয়র

আগুন সন্ত্রাসীদের দেশ বিরোধী অপচেষ্টা রুখে দেয়া হবে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন আন্দোলনের নামে যারা নৈরাজ্য ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হবে তাদের বিরুদ্ধে জনগণকে সাথে নিয়ে কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে। জামায়াত-বিএনপি'র আগুন সন্ত্রাসের কথা জনগণ এখনো ভুলেনি। এই আগুন সন্ত্রাসীরা আন্দোলনের নামে দেশে যে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির পায়তারা চালাচ্ছে তাদের সে লক্ষ্য কোনদিন পূরণ হবে না। তিনি আজ সোমবার বিকেলে মোহরা ওয়ার্ডস্থ কামাল বাজার মোড়ে সন্ত্রাস বিরোধী প্রতিবাদ সভা পূর্ব বিক্ষোভ মিছিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর কাজী নুরুল আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আরো বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি এডভোকেট ইব্রাহিম হোসেন চৌধুরী বাবুল, আলতাফ হোসেন চৌধুরী বাচ্চু, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব বদিউল আলম, কোষাধ্যক্ষ আলহাজ্ব আবদুচ সালাম, সাংগঠনিক সম্পাদক শফিক আদনান, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক চন্দন ধর, পূর্ব ষোলশহর ওয়ার্ড কাম্সিলির এম. আশরাফুল আলম, চান্দগাঁও ওয়ার্ড কাউন্সিলর এসরারুল হক, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ নেতা সামশুল ইসলাম, আবু তাহের প্রমুখ।

তিনি আরো বলেন, আওয়ামী লীগ মাটি ও মানুষের মাঝ থেকে গড়ে ওঠা একটি সংগঠন। দীর্ঘ ২৩ বছর পাকিস্তানী সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম করে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীনতা এনেছি। ৭৫'র ঘাতক গোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধকে নিঃশেষ করতে চেয়েছিল। বঙ্গবন্ধু তনয়া জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের কাণ্ডারীর ভূমিকা পালন করে ঘাতক গোষ্ঠীর কুমতলবকে রুখে দিয়েছে। এই গোষ্ঠীটি এখন আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। তিনি তাদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, চট্টগ্রামের মাটি আবহমানকাল থেকে সংগ্রামী ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। চট্টগ্রাম থেকে বিপ্লবী সূর্য সেনের নেতৃত্বে ব্রিটিশ ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা নামিয়ে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেছিল। এই চট্টগ্রাম থেকে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ছয় দফা ঘোষণা এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল। তাই চট্টগ্রামের জনগণ কোন অবস্থায় আগুন সন্ত্রাসীদের অশুভ তৎপরতা মেনে নিতে পারে না।

চসিকের গৃহ করের বিষয়ে

আপিল বোর্ডের কার্যক্রমে নগরবাসী সন্তুষ্ঠ

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের গৃহকর দাতাদের মধ্যে যারা আপিল বোর্ডে উপস্থিত হয়ে তাদের আর্থিক সামর্থ্য ও সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় ২০১৭ সালে মূল্যায়নকৃত গৃহকরের অসঙ্গতিগুলো দূর করে সহনীয় পর্যায়ে কর নির্ধারণ করতে পারায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। আজ সোমবার অপরাহ্নে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আন্দরকিল্লাস্থ পুরাতন নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে গৃহকর সংক্রান্ত আপিল নিষ্পত্তিতে গঠিত অ্যাসেসমেন্ট রিভিউ বোর্ড-১ এর প্রধান ওয়ার্ড কাউন্সিলর শহীদুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আপিল নিষ্পত্তি বৈঠক শেষে তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আরো বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। নগরবাসীর প্রদানকৃত গৃহকরের মাধ্যমে অর্জিত রাজস্ব দ্বারা এই সেবা প্রদান করা হয়। বিগত ২০০৯ সালে যে কর মূল্যায়ন করা হয়েছিল সে মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে কোনরূপ কর বর্ধিত না করে ২০২২ সাল পর্যন্ত নগরবাসী গৃহকর পরিশোধ করে আসছেন। ২০১৭ সালের কর মূল্যায়নটি নগরবাসীর আন্দোলনের ফলে স্থগিত করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৭সালের ধার্যকৃত কর মূল্যায়ন কার্যকর করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন, ২০১৭ সালের কর মূল্যায়নে অনেক অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান নির্বাচিত মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ. রেজাউল করিম চৌধুরী করদাতাদের আপিলের সুবিধার্থে পূর্বের চারটির স্থলে ছয়টি আপিল বোর্ড গঠন করেন। তিনি স্পষ্ট ভাবে আপিল বোর্ডকে নির্দেশ দিয়েছেন, কর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যেসব অসঙ্গতি রয়েছে তা বিশ্লেশন পূর্বক করদাতাদের কর প্রদানের সামর্থ্য ও সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করে গৃহকর নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে দরিদ্র অসহায় গৃহ মালিকদের কর ছাড় দিতে হবে। নগরবাসী যেভাবে কর প্রদানে আগ্রহী হয়, সেরকম পরিবেশ সৃষ্টি করে আপিল নিষ্পত্তি করতে বোর্ডকে সচেষ্ট থাকতে হবে। কোন অবস্থাতেই নগরবাসীর উপর করের বোঝা চাপিয়ে দেয়া যাবে না। এ নির্দেশনা অনুযায়ী গৃহ মালিকদের সন্তুষ্টির মাধ্যমে সহনীয় পর্যায়ে প্রতিটি আপিল নিষ্পত্তি করা হচ্ছে বলে তিনি জানান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন আপিল বোর্ডে সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোঃ শহিদুল আলম, এডভোকেট মো. তৌহিদুল আলম, কর কর্মকর্তা শারেক উল্লাহসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

চসিক ভ্রাম্যমাণ আদালত

নগরের সরাইপাড়ার শাহ পরান বেকারীকে ১ লক্ষ টাকা সহ বিভিন্ন অপরাধে ১২ ব্যক্তিকে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা জরিমানা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ সোমবার নগরীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। চসিক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলী পরিচালিত অভিযানে সরাইপাড়া এলাকায় অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে বেকারী পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করাসহ কর্মীদের হেলথ ফিটনেস সনদ না থাকায় শাহ পরান বেকারী মালিকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ১ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

অভিযানে কাজীর দেউরী, নুর আহমদ সড়ক, এস এস খালেদ রোড ও জামালখান রোডের উভয় পার্শ্বের ফুটপাত নালা ও রাস্তার অংশ দখল করে দোকান বর্ধিত করা এবং মালামাল ও নির্মাণ সামগ্রী রেখে পথচারী ও যানবাহন চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করায় দেওয়াল, দোকানের বর্ধিত অংশ, স্থাপনা, স্ল্যাব উচ্ছেদ করা হয়। এছাড়া কাজীর দেউরী এস এস খালেদ রোডের ফুটপাত দখল করে দেওয়াল নির্মাণ করে পথচারী চলাচলে বাধার দায়ে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। অভিযানে অংশ নেন সিটি মেয়রের একান্ত সচিব ও প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা মুহাম্মদ আবুল হাশেম।

স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মনীষা মহাজন পরিচালিত অপর এক অভিযানে নগরীর বহদ্দারহাট হতে সিএন্ডবি মোড় পর্যন্ত আরকান রোডে রাস্তা ও ফুটপাত দখল করে ব্যবসা করায় প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও নির্মান সামগ্রী উচ্ছেদ পূর্বক ৯ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ২৭ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। আদালত চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকের দায়েরকৃত মোকদ্দমায় ১ ব্যক্তিকে ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে সহায়তা প্রদান করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩